Rs. 1.00 PRABINBARTA MONTHLY

প্রবীণবার্তা

মূল্য ঃ ১ টাকা মাসিক

Vol : II Issue : IV 15th JULY, 2013 আষাঢ়, ১৪২০, বার্ষিক মূল্য-১০ টাকা RNI No WBBEN/2012/46375

গত ২৬ শে মে ২০১৩, নজরুল জন্ম জয়ন্তী দিবসে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন গৌতম চ্যাটার্জী তবলায় সঙ্গত করছেন শঙ্কর গাঙ্গুলী।

ছবি ঃ নারায়ণ ঘোষ

২৫শে বৈশাখ ১৪২০ (৯ই মে ২০১৩) তারিখে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উৎসবের বিবরণ।

শিপ্রা মজুমদার - এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী বলেন আজ ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ১৫৩ তম জন্মদিন। প্রতি বছরই আমরা এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করি।

আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মধ্যশিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ডঃ উজ্জ্বল বসু। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক বক্তব্য রাখবেন। তাছাড়া বক্তব্য রাখবেন আমাদের সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রীরাম রমণ ভট্টাচার্য্য তিনিও রবীন্দ্রনাথ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। তাছাড়া সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা ধৈয্য ধরে অনুষ্ঠান উপভোগ করুন।

শ্রীরাম রমন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে সাহিত্য ও কবিতা রচনা করে গেছেন।

বাঙ্গালীর জাতীয়তা বিকাশে তার অবদানের কথা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রার্থনা করেন নি, সব সময় দাবী করেছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা, স্বদেশিকতা ও সৃষ্টি নিয়ে এখনও তার জন্মের ১৫২ বছর পরেও সমান আধুনিক ও অবশ্যই জনপ্রিয়। বিষয় হিসাবে তিনি এই একবিংশ শতকেও যে প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক, সমালোচক, অনুবাদক, গবেষকও গল্পকার হিসাবে কবিদের কাছে অন্যতম তা বোধ হয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

সে জন্য তাঁর নিজস্ব রচনার সংখ্যা যেমন প্রচুর, তেমনই তার উপরে লেখার সংখ্যাও কম নয়। তার কারণ অবশ্যই সহজে বোধগম্য। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাঠকের কৌতুহল বরাবরই চরমে ছিল, আজও তাতে কনা মাত্র ঘাটতি পড়েনি। তাই বিভিন্ন গবেষকের গবেষনার নানা সময়েই উঠে আসে, এই মানুষটির সম্পর্কিত বহু অজানা নতুন তথ্য।

তারপর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ উজ্জ্বল

বসু। তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। এবং বলেন বুদ্ধদেব বসু আক্ষেপ করেছিলেন। যে 'রবীন্দ্রনাথ চিন্তাহীন মাল্যচন্দনে ভূষিত'।

এই খেদোক্তির সার সত্যটা ছিল এই যে, রবীন্দ্র চর্চায় না প্রবেশ করেই স্তুতিবাদে নিমজ্জিত হওয়ার প্রবনতা বড়ই প্রকট। তাঁর 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা, রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রসঙ্গ ক্রমেই এ বিষয়ে রাবম্বার ফিরে গেছেন। আমাদের অভিপ্রায় সন্তপর্ণে স্তুতিবাদ বা আইভলেট্রি পাশ কাটিয়ে মরমী কবি নাট্যকার গদ্যকার, গীতিকার রবীন্দ্রনাথের অবস্থানটি তুলে ধরা।

"রক্তকরবী" নাটক ও তার সারসত্যের সমর্থন অন্যান্য সূত্রে আমরা খুঁজে নিতে পারি। যার সত্যটি হল - সোভিয়েত ভ্রমনের (১৯৩০) মানসিক প্রস্তুতি তৈরীই ছিল প্রায় একদশক আগে থেকেই যখন তিনি রক্তকরবী রচনায় প্রয়াসী হন। ১৯২৪-এ অক্টোবরে "রক্তকরবী" প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরের শুরুতে লেলিন প্রয়াত হন। আপতিক বা Coincidental মনে হলে ও, এই সময়কালে রবীন্দ্র লেখনী নিঃসৃত রচনাগুলি শ্রমিক কৃষকদের জীবনবোধকে তুলে ধরে । তুলে ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বসমাজের ওলোট পালটের ছবি।

তিনি আরও বলেন বিংশ শতকের প্রথম দশকেই কায়িক শ্রমের মহাত্ম্য রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করে। শিলাইদহে পারিবারিক জমিদারিতে শ্রমনিষ্ঠকৃষকদের জীবনসংগ্রাম তাঁর মনে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তোলে। নিজে জমিদার শ্রেনিভুক্ত হয়েও তিনি শোষিত কৃষককুলের জীবনের শরিক হয়ে উঠেছেন। ১৯১০ সালে 'ধূলামন্দির' কবিতায় তিনি শ্রমিক কৃষকদের জীবনসংগ্রামকে নন্দিত করেন। এই নন্দিত সুরই দেড় দশক বাদে রচিত 'রক্তকরবী' নাটকের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

'মাঠে-ঘাটে বাটে' তাঁর জীবন দেবতার বিচরণ, দেবালয়ের অন্ধকার সংগোপনে দেবতার অধিষ্ঠান নয়। সম্পূর্ণ কবিতাটির রবীন্দ্র ভাষ্যে বিষয়টা সহজসুরে ধরা দিয়েছে। তারপর তিনি 'ধূলামন্দির' কবিতাটি পাঠ করেন।

এইখানে রবীন্দ্রনাথ তার 'প্রস্তাবনায়' একটু ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন ঃ-

'মাটি খুড়ে যে পাতালে খনিজ সম্পদ খোঁজা হয়,' নন্দিনী সেখানকার নয়, মাটির উপরিতলে যেখানে প্রানের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের সেই সহজ সৌন্দর্যের এই ব্যাখ্যাটুকু গানটির মর্মস্থলে স্পন্দন। এই গান আমাদের ধারিত্রীর মাধুর্যে মুগ্ধ করে। পাতালের ধনাঢ্য নিঃসীম অন্ধকারে টানে না। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ সিংহল, চীন এবং দক্ষিণ আমেরিকায় শ্রমজীবি মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেন। সংগ্রামী মানুষের শক্তিতে বিশ্বস্ত তাঁর চেতনা ঋদ্ধ হয়।

"রক্তকরবী" সেই ঋদ্ধতার বলিষ্ট প্রকাশ ঃ—

'কিশোর'- সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি। তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

বিশু তোমাকে গান শোনায় সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।"

"রক্তকরবী"র প্রস্তাবনা-য় কবি নাট্য কারের ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকা মন্তব্যগুলি একত্র করলে পাই ঃ-

"রামায়ন রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রাম ও বারণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ আরেক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটক ও একইকালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর।

'বাল্মীকির রামায়নকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমায় পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তারা জানবেন এটিও সত্যমূলক। রক্তকরবী'র সমস্ত পালাটি' 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভেতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।

কিশোর এই সত্যটি কর, নন্দিনী আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি। নন্দিনী- আচ্ছা, তাই সই, কিন্তু তুই একটি সামলে চলিস।

কিশোর না আমি সামাল চলব না। চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেবো-"

সোভিয়েত ভ্রমনের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ হাতদেন 'রথের রশি' নাটকটি রচনায় (১৯৩২), নাটকটির একবারে শেষে সমাজ ব্যবস্থার ওলোট পালটের আশ্বাস সুস্পষ্ট। সমাজের নিচু শ্রেণী ওপরে উঠে আসবে।

সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমনে পর ১৯৩১-এ প্রকাশ পায় 'রাশিয়ার চিঠি'। এর ছত্রে ছত্রে শোষিত বঞ্চিত মানুষের উত্থানে, সোভিয়েত জয়যাত্রায় কবির মন উদ্দীপিত। অথচ একটা সময়ছিল যখন সোভিয়েতের পার্টিজান - উত্থানকে তিনি

হিটলার, মুসোলিনী ও জাপানের ক্রু-ফ্রুক্স ক্লানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলেন, পার্টিজানদের অভিযান যে মানুষের অধিকারের জয়যাত্রা ছিল তা বুঝতে তাঁর সময় লেগেছে।

পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমে ছাপা সংবাদ ঐ রূপ ভ্রান্তি তৈরী করো ধীরে ধীরে মৌলিক নথি তাঁর হস্তগত হয়। সোভিয়েত 'তীর্থ দর্শন এর অভিজ্ঞতা তাকে সামাজিক সাম্যের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে। রাশিয়ার চিঠি তারই জ্বলন্ত দলিল।

তারপর তিনি 'রাশিয়ার চিঠির' কিছু অংশ পড়ে শোনান, এবং বলেন রবীন্দ্রনাথের দেশে একুশ শতকের বাজার অর্থনীতির বিশ্বায়িত প্রতিবেশে চিটফান্ডের জাল-জোচ্চুরির টাকায় সংবাদের নামে মিথ্যার বেসাতির রমরমা চলছে।

মৃত্যুর মাস ছয়েক আগেও নেই আগষ্ট ১৯৪১ সন তাঁর লেখনী পদানত মানবতার মহিমা কীর্তনে ঝলসে ওটে। লিখলেন ঐক্যতান (২৮শে জানুযারী ১৯৪১)।

লিখলেন 'ওরা কাজ করে'।

তিনি এই কবিতা দুইটির কিছু অংশ পাঠ করে শোনান, তারপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেবাশীষ বাগচী। সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন প্রেরণা দাস ও প্রদোষ রঞ্জন দত্ত রায়। আবৃত্তির পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন ।

ডাঃ কৃষ্ণা হালদারে সঙ্গীত পর আবার ও আবৃত্তি করেন শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী।

সবশেষে সমাপ্তি রায় এর আবৃত্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠনের সমাপ্তি হয়।

তারপর শ্রী স্নেহাংশু চাকদার বলেন। আগামী ২৬ শে মে ২০১৩ তারিখ রবিবার, এই হলঘরেই নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৬শে মে ২০১৩ (রবিবার) অনুষ্ঠিত নজরুল জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিবরণ।

২৬শে মে ২০১৩ রবিবার ডাঃ কৃষ্ণা হালদার এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে নজরুল জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শ্রী পেলব মুখার্জী, তিনি বলেন আমরা রবীন্দ্র, নজরুলের জন্ম-জয়ন্তী পালন করা ছাড়াও শ্রী চৈতন্য দেবের উপর অনুষ্ঠান করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু নানা বাধা বিপত্তির কারণে তা করা সম্ভব হয়নি।

আমরা এ সমস্ত অনুষ্ঠান বয়স্কদের বিনোদনের জন্য করে থাকি এবং প্রবীনদের জন্য করে থাকি এবং প্রবীনদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

তিনি সকল সদস্যদের আগামী ৩১শে জুলাই ২০১৩ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আহব্বান জানান। সকলের সুস্থ জীবন কামনা করেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর রামরমণ বাবু উপস্থিত সকলকে প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন নজরুল যার জন্য নজরুল হয়েছেন। তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন। প্রত্যেক পুরুষকে বড় করার পেছনে নারীর অবদান অপরিসীম, প্রমীলা যদি না থাকতেন তবে নজরুল এত বড় হতে পারতেন কিনা সংশয়ের বিষয়। অসাধারণ এই মহীয়সী নারী বাংলার আর দ্বিতীয় নেই, এই প্রসঙ্গে তিনি প্রমীলার মাতা গিরিবালা সেনগুপ্ত-র নাম উল্লেখ করেন, এক মুসলিমের সাথে প্রমীলাকে বিয়েতে সম্প্রদান করেছেন হিন্দু বালবিধবা গিরিবালা ফৈলবাদীরা বলতেন নজরুলের সমস্ত টাকা-পয়সা গিরিবালা আত্মসাৎ করেছেন এবং নজরুলকে ধর্মীয় গান গাইতে দেননি। কিন্তু গিরিবালা বিশ্বাস করতেন হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি নয়, গিরিবালার প্রকৃত মূল্যায়ন করেন কবি জসীমউদ্দীন তার 'ঠাকুর বাড়ি' গ্রন্থে, ১৯৪৬ সালে যখন দেশ-ভাগ নিশ্চিত হয়ে যায় তখন থেকেই গিরিবালা নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এ সর্ম্পকে নানা গল্প প্রচলিত আছে। শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য -১১১নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি বেথুন ইন্সটিটিউটের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি জয়ায় ঐতিহাসিক সংগ্রামের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন। তিনি আন্দোলনের নজরুলের ভূষিত নিয়ে আলোচনা করেন, শ্রমজীতি আন্দোলনের কবি নজরুলের জন্ম রানীগঞ্জের নিকট পুরুলিয়ায়।

নিবারণ বাবু নজরুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর আদর্শে নজরুল অনুপ্রাণিত হন। পরবর্তী কালে কমরেড মুজাফফর আহমেদ

নজরুলের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেন। এবং মুজাফফর আহমেদ 'নবযুগ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটাই সম্ভবত খেটে খাওয়া মানুষের প্রথম মুখপত্র। নজরুল প্রত্যক্ষ রাজনীতির সহিত জড়িত ছিলেন না। ১৯২৫ সালে 'দূমকেতু প্রকাশিত হয়। এরপর নজরুলকে জেলে যেতে হয়। সেই বছরই 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশিত হল। এতে খেটে-খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা এবং ব্রিটিশ থেকে দেশকে মুক্ত করার শক্তি সঞ্চারিত হয়। ১৯২৮ সালে 'সওগত' প্রকাশিত হয়েছিল ওফাজেদ আলি, আবুলফজল এর সাথে জড়িত ছিলেন স্বল্প পরিসরে তিনি শ্রমজীবি মানুষ এবং ধম-নিরপেক্ষ ভারতের প্রতি নজরুলের ভালোবাসার কথা সভার তুলে ধরেন।

তারপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন জ্যোর্তিময় গুহ এবং পরবর্তীতে সুনীল কুমার রায় সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন সুনীল সরকার। আবৃত্তির পর সঙ্গীতানুষ্ঠান যথাক্রমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন দোলা দাশগুপ্ত (দেব) এবং গৌতম চ্যাটার্জী সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন গৌতম রায়চৌধুরী। তারপর অজিত বর্মন-এর আবৃত্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সঙ্গীত শিল্পীদের সহিত তবলায় সহযোগিতা করেন দেবশীষ দেব ও শঙ্কর গাঙ্গুলী। সবশেষে সংস্থায় সম্পাদক দীপেশ মিত্র উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

কমলদা - যেমন দেখেছি

কমল পাঠক, কারো কাকা কারো কমঃ কমল, আমাদের মতো বেশীরভাগ লোকের কাছে শুধুই কমলদা। ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে দীর্ঘ রোগভোগের পর আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

পৃথিবীতে দু'ধরনের লোক আছে-সৎ এবং অসৎ। সৎ লোকেদের মধ্যে আবার দুটো ভাগ— একদল নিজের ও পরিবারেই মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর একদল চায় আশেপাশের লোকের। তথা সমাজটাই সৎ হোক। এরাও আবার দুভাগে বিভক্ত। একদল শুধু ভাবে আর একদল সমাজটাকে বদলাবার চেষ্টা করে। কমলদা ছিলেন এই এদের দলে। ষাটের দশকে জয়া কারখানার শ্রমিক আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য মালিকপক্ষ তাঁকে গুন্ডা হিসাবে নিয়োগ করেছিলো। পরের ঘটনা একটা ইতিহাস। শ্রমিক বিরোধী গুন্ডা হয়ে উঠলেন মার্কস-লেলিনের শিক্ষায় শিক্ষিত এক সাচ্চা কমিউনিস্ট। শ্রেণী চরিত্র বদলের জন্য নিজের পরিবার (তাঁর বাবা ছিলেন পাইলট) এবং উত্তর কলকাতার পৈত্রিক বাড়ী ছেড়ে আশ্রয় নিলেন সদ্য গড়ে ওঠা বিজয়গড় কলোনীতে। আমৃত্যু সেখানে বাস। অকৃতদার কমলদা, আজকের এই সামাজিক অবক্ষয়ের মুখে এক দুর্লভ ব্যক্তিক্রম।

খুব ছোটবেলায় দেখেছি হঠাৎ বাড়ীতে এসে দুপুরের খাওয়ার জন্যপাতপড়ে বসে পড়তেন। পরিণত বয়সে, নতুন বাসস্থান, পি.জি.এইচ শাহ্ রোডে এসে দেখলাম সবার ঘরে এমনও কমলদার অবারিত দ্বার। এটাই কমলদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা এখনকার নেতাদের থেকে তাঁকে আলাদা করে, বর্তমানের নেতারা নিজের পার্টিত বটেই এমনকি নিজগোষ্ঠীর বাইরের করো সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। কিন্তু কমল পাঠক ছিলেন দলমত নির্বিশেষে সকলের কমলদা।

Bengal Lamp কারখানা কোন যুগে বন্ধ হয়ে গেছে। কমলদা একা শ্রমিক, কর্মচারীদের শুধু আগলে রাখেন নি। তার সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। নিজের আর্থিক অনটনের মাঝেও Co-operative এর Fixed Diposit রক্ষা করা যে কতখানি সততা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়, তা আমরা যারা কর্মসুত্রে Banking ক্ষেত্রে ছিলাম, এরা বুঝতে পারি। আজকের এই ঘুষখোর, লোভী, তোলাবাজ, অসৎ নেতাদের মাঝেকমলদার অভাব বড় বেশী অনুভূত হয়।

গৌতম রায় চৌধুরী
২৬/০২/২০১৩

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৩১শে জুলাই ২০১৩ বুধবার বিকেল পাঁচটায় ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার দ্বিতলে 'বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়াম'- এ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সকল সদস্যের উপস্থিতি কাম্য

ধন্যবাদান্তে
দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

তারিখ ৫.০৬.১৩

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre. Ph. : 033 2473 9642, 033-2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700045, Editor - Sri Dipesh Mitra.